এইচ এস সি বাংলা ব্যকরণ

অধ্যায় ৭: সমাস

পরস্পর সম্পর্কযুক্ত দুই বা ততোধিক পদ এক পদে মিলে পরিণত হওয়াকে 'সমাস' বলে। সমাসের রীতি মূলত সংস্কৃত ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় এসেছে। যেমন :

বই ও পুস্তক = বই-পুস্তক আজ ও কাল = আজকাল

খবর ও অখবর = খবরাখবর হাট ও বাজার = হাট-বাজার

সমাসের প্রক্রিয়ায় সমাসবদ্ধ বা সমাস নিষ্পন্ন পদটিকে 'সমস্তপদ' বলে।

সমস্তপদ বা সমাসবদ্ধ পদটির অন্তর্গত পদগুলোকে 'সমস্যমান' পদ বলে।

সমাসযুক্ত পদের প্রথম অংশ (শব্দ)-কে পূর্বপদ বলে এবং পরবর্তী অংশ (শব্দ)-কে পরপদ বা উত্তরপদ বলে।

সমস্তপদকে ভেঙে যে বাক্যাংশ করা হয় তাকে 'সমাসবাক্য' 'ব্যাসবাক্য' বা 'বিগ্রহবাক্য' বলে।

প্রশ্ন : সন্ধি ও সমাসের পার্থক্য কী? উদাহরণসহ লেখো। *[রা. ব. ০৭, চ. ১৩, ০৯, সি. ১১', ১৩, দি.১৩; য. ১৫, ১৩]*

উত্তর :

সন্ধি ও সমাসের পার্থক্য

সন্ধি	সমাস
১। পরস্পর সন্নিহিত দুটি ধ্বনি এক ধ্বনিতে রূপান্তরকে 'সন্ধি' বলে। যেমন : হিম+আলয় = হিমালয়।	১। অর্থ সম্বন্ধ আছে এমন একাধিক পদ এক পদে পরিণত হওয়াকে 'সমাস' বলে। যেমন : হাট ও বাজার = হাট-বাজার।
২। সন্ধিতে ধ্বনিগত মিল ঘটে।	২। সমাসে পদের মিলন ঘটে।
৩। সন্ধিতে উচ্চারণ প্রাধান্য পায়।	৩। সমাসে অর্থ প্রাধান্য পায়।
৪। সন্ধিতে ধ্বনির সংকোচন ঘটে।	৪। সমাসে পদের সংকোচন ঘটে।
৫। সন্ধিতে বিভক্তি চিহ্ন লোপ হয় না।	৫। সমাসে ব্যাসবাক্যে ব্যবহৃত পদগুলোর বিভক্তি কখনো কখনো লোপ পেয়ে সমস্তপদে নতুন বিভক্তি যুক্ত হয়।
৬। সন্ধিতে প্রতিটি শব্দাংশের পৃথক পৃথক অর্থ নাও থাকতে পারে।	৬। সমাসে প্রত্যেকটি শব্দ বা পদের সুনির্দিষ্ট অর্থ থাকা বাঞ্ছনীয়।

প্রশ্ন : সমাস কাকে বলে? বাংলা ভাষায় সমাস কয় প্রকার ও কী কী? প্রত্যেক প্রকার সমাসের সংজ্ঞাসহ উদাহরণ দাও।

উত্তর : পরস্পর অর্থসঙ্গতিপূর্ণ অন্বয়যুক্ত দুই বা বহুপদের একপদে পরিণত হওয়াকে সমাস বলে। যেমন– মা ও বাপ = বা-বাপ, বিলাত থেকে ফেরত = বিলাতফেরত ইত্যাদি।

সমাসের শ্রেণিবিভাগ : বাংলা ভাষায় সমাস প্রধানত ছয় প্রকার। যথা :

১। দ্বন্দ্ব সমাস, ২। কর্মধারয় সমাস, ৩। তৎপুরুষ সমাস, ৪। বহুব্রীহি সমাস, ৫। অব্যয়ীভাব সমাস, ৬। দ্বিগু সমাস।

প্রত্যেক প্রকার সমাসের সংজ্ঞাসহ উদাহরণ

১. **দ্বন্দ্ব সমাস** : যে সমাসে প্রত্যেকটি সমস্যমান পদের অর্থের প্রাধান্য থাকে, তাকে দ্বন্দ্ব সমাস বলে। দ্বন্দ্ব সমাসে পূর্বপদ ও পরপদের সম্বন্ধ বোঝাতে ব্যাসবাক্যে এবং, ও, 'আর'–এই তিনটি অব্যয়পদ ব্যবহৃত হয়।

উদাহরণ : পিতা ও মাতা = পিতামাতা; ভাই ও বোন = ভাইবোন।

Teachingbd24.com

২. **দ্বিগু সমাস :** যে সমাসে পূর্বপদটি সংখ্যাবাচক বিশেষণ, পরপদটি বিশেষ্য এবং সমাসে পরপদেরই অর্থ প্রাধান্য থাকে তাকে দ্বিগু সমাস বলে।

উদাহরণ : শত অব্দের সমাহার = শতাব্দী; তিন ফলের সমাহার = ত্রিফলা।

৩. **তৎপুরুষ সমাস :** যে সমাসে পূর্বপদে বিভিক্তি লোপ হয় এবং পরপদ অর্থপ্রাধান্য লাভ করে তাকে তৎপুরুষ সমাস বলে।

উদাহরণ : ছেলেকে ভুলানো = ছেলেভুলানো; নবীনকে বরণ = নবীন-বরণ।

৪. **কর্মধারয় সমাস :** পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত বিশেষ্য ও বিশেষণ পদে, কিংবা বিমেষ্য ও বিশেষ্য পদে, কিংবা বিশেষণ ও বিশেষণ পদের যে সমাস হয় এবঙ উত্তরপদ অর্থ প্রাধান্য লাভ করে তাকে কর্মধারয় সমাস বলে।

উদাহরণ : নীল যে উৎপল = নীলোৎপল; কাঁচা অথঞ্চ মিঠা = কাঁচামিঠা।

৫. **বহুব্রীহি সমাস :** যে সমাসে পূর্ব বা পরপদ কোনোটির অর্থ প্রাধান্য পায় না, ভিন্ন একটি অর্থ প্রধান হয় তাকে বহুব্রীহি সমাস বরে।

উদাহরণ : বীণা পাণিতে যার = বীণাপাণি, হত ভাগ্য যার = হতভাগ্য।

৬. **অব্যয়ীভাব সমাস :** যে সমাসের পূর্বপদ অব্যয় এবং যে সমাসে পূর্বপদ বা অব্যয়ের অর্থই প্রাধান্য লাভ করে তাকে অব্যয়ীভাব সমাস বলে।

উদাহরণ : ভিক্ষার অভাব = দুর্ভিক্ষ; কূলের সমীপে = উপকূল ইত্যাদি।

প্রশ্ন : বাংলা ভাষায় সমাসের প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করো। [ঢা. ১৭]

অথবা, সমাস কাকে বলে, বাংলা ভাষায় সমাসের প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করো।

উত্তর : বাংলা ভাষায় সমাসের প্রয়োজনীয়তা : বাংলা ভাষায় সমাসের প্রয়োজনীয়তা নিচে আলোচনা করা হলো :

১. বাংলা ভাষায় সমাসের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য ও অপরিসীম। সমাসের প্রথম ও প্রধান কাজ হচ্ছে ভাষাকে সহজ-সরল, সংক্ষিপ্ত, প্রাঞ্জল ও শ্রুতিমধুর করা। ভাষার আবেদন শ্রুতিমধুর না হলে সেই ভাষা শুনতে যেমন বিরক্তিবোধ হয় তেমনই তা সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য হয় না। যেমন– 'বউ' পরিবেশিত যে ভাত' না বলে যদি বলা হয় 'বৌ-ভাত' তাহলে ভাষা সুন্দর ও শ্রুতিমধুর হয়।

২. অল্প কথায় ভাবকে ব্যাপকভাবে প্রকাশ করতে হলে সমাসের একান্ত প্রয়োজন।

৩. পারিভাষিক শব্দ তৈরির ক্ষেত্রেও সমাস বিশেষ ভূমিকা পালন করে। যেমন– 'তিন ফলের সমাহার' না বলে বলা হয় 'ত্রি-ফলা'। ত্রি-ফলা একটি পারিভাষিক শব্দ।

৪. যথার্থভাবে গুরুগম্ভীর ভাবকে অন্যের কাছে উপস্থাপন করতে সমাসবন্ধ পদ ব্যবহৃত হয়।

৫. ভাষাকে প্রাঞ্জলতা দান ও সহজভাবে উচ্চারণের ক্ষেত্রে সমাসের জুড়ি মেলা ভার।

৬. সমাসের মাধ্যমে বক্তব্য অর্থবহ, তাৎপর্যপুর্ণ ও ব্যঞ্জনাময় হয়ে ওঠে।

প্রশ্ন : দ্বন্দ্ব সমাস কাকে বলে? প্রত্যেক প্রকার দ্বন্দ্ব সমাসের সংজ্ঞাসহ উদাহরণ দাও।

উত্তর : সংজ্ঞা : যে সমাসে প্রত্যেকটি সমস্যমান পদের অর্থ প্রাধান্য থাকে এবং সংযোজক অব্যয়লোপে সমস্তপদ হয়, তাকে দ্বন্দ্ব সমাস বলে।

যেমন– নদী ও নালা = নদী-নালা। এখানে নদী পূর্বপদ ও নালা পরপদ। দুটি পদেরই অর্থের প্রাধান্য সমস্তপদে রক্ষিত হয়েছে।

https://teachingbd24.com

দ্বন্দ্ব সমাসের শ্রেণিবিভাগ :

১. **মিলনার্থক দ্বন্দ্ব :** যে দ্বন্দ্ব সমাসে দুটি পদের মধ্যে বা সমস্যমান পদগুলোরর মধ্যে অভিন্ন সম্পর্ক বোঝায়, তাকে মিলনার্থক দ্বন্দ্ব বলে। যেমন– মা ও বাবা = মা-বাবা; ভাই ও বোন = ভাই-বোন; ছেলে ও মেয়ে = ছেলে-মেয়ে; পিতা ও পুত্র = পিতা-পুত্র; মাছ ও ভাত = মাছ-ভাত; জিন ও পরি = জিন-পরি ইত্যাদি।

২. **সমার্থক দ্বন্দ্ব :** যে দ্বন্দ্ব সমাসে পূর্বপদ ও পরপদ একই অর্থবিশিষ্ট পৃথক পৃথক শব্দ হয় তাকে সমার্থক দ্বন্দ্ব বলে। যেমন– জন ও মানব = মনমানব; মামলা ও মোকদ্দমা = মামলা–মোকদ্দমা; কথা ও বার্তা = কথাবার্তা; ঘর ও বাড়ি = ঘরবাড়ি; বই ও পুস্তক = বইপুস্তক; পথ ও ঘাট = পথঘাট ইত্যাদি।

৩. **বিরোধার্থক দ্বন্দ্ব :** যে দ্বন্দ্ব সমাসে পরপদ পূবৃপদের বৈরী ভাব প্রকাশ করে, তাকে বিরোধার্থক দ্বন্দ্ব সমাস বলে। যেমন–দা ও কুমড়া = দাকমুড়া; অহি ও নকুল = অহিনকুল; স্বর্গ ও নরক = স্বর্গনরক; দেব ও দানব = দেবদানব ইত্যাদি।

৪. **বিপরীতার্থক শব্দ :** যে দ্বন্দ্ব সমাসের পরপদটি পূবৃপদের বিরোধী ভাব বা অর্থ প্রকাশ করে, তাকে বিপরীতার্থক দ্বন্দ্ব সমাস বলে। যেমন– ভালো ও মন্দ = ভালোমন্দ; দিন ও রাত = দিনরাত; জোয়ার ও ভাটা = জোয়ারভাটা; ধনী ও দরিদ্র = ধনীদরিদ্র; জমা ও খরচ = জমাখরচ ইত্যাদি।

৫. **সহচর দ্বন্দ্ব :** যে দ্বন্দ্ব সমাসে পরপদটি পূর্বপদের সহচর হিসেবে যুক্ত হয়, তাকে সহচর দ্বন্দ্ব সমাস বলে। যেমন– দয়া ও মায়া = দয়ামায়া; ধর ও পাকড় = ধরপাকড়; ছল ও চাতুরী = ছলচাতুরী; খানা ও পিনা = খানাপিনা ইত্যাদি।

৬. **অনুচর দ্বন্দ্ব :** যে দ্বন্দ্ব সমাসে পূর্বপদটিপ পরপদের অনুচর হিসেবে যুক্ত হয় তাকে অনুচর দ্বন্দ্ব বলে। যেমন– দোন ও পাট = দোকানপাট; কাল ও পরশু = কাল-পরশু; গোলা ও বারুদ = গোলাবারুদ; কাপড় ও চোপড় = কাপড়-চোপড় ইত্যাদি।

৭. **বহুপদনিষ্পন্ন দ্বন্দ্ব :** দুইয়ের বেশি পদের মিলনে যে দ্বন্দ্ব সমাস হয়, তাকে বহুপদনিষ্পন্ন দ্বন্দ্ব সমাস বলে। যেমন– রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শ = রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ; ইট, কাঠ, চুন ও সুরকি = ইট-কাঠ-চুন-সুরকি; স্বর্গ, মর্ত এবং পাতাল = স্বর্গ-মর্ত-পাতাল ইত্যাদি।

৮. **অলুক দ্বন্দ্ব :** যে দ্বন্দ্ব সমাসে কোনো সমস্যমান পদের বিভক্তি লোপ পায় না, তাকে অলুক দ্বন্দ্ব সমাস বলে। যেমন– দুধে ও ভাতে = দুধেভাতে; হাতে ও কলমে = হাতে–কলমে; দেশে ও বিদেশে স= দেশে–বিদেশে; মায়ে ও ঝিয়ে = মায়ে–ঝিয়ে ইত্যাদি।

৯. **সংখ্যাবাচক দ্বন্দ্ব :** যে দ্বন্দ্ব সমাসে পূর্বপদ পরপদ উভয়ের দ্বারা সংখ্যা বোঝায়, তাকে সংখ্যাবাচক দ্বন্দ্ব সমাস বলে। যেমন– বিশ ও পঁচিশ = বিশ–পঁচিশ; ষ্কষ অথবা কোটি = লক্ষ–কোটি; সাত ও পাঁচ = সাত–পাঁচ; সাত ও সতেরো = সাত–সতেরো ইত্যাদি।

১০. **ক্রিয়াবিশেষণ পদের দ্বন্দ্ব :** যে দ্বন্দ্ব সমাসে উভয় পদেই ক্রিয়াবিশেষেণ থাকে, তাকে ক্রিয়াবিশেষণ পদের দ্বন্দ্ব সমাস বলে। এ সমাস অলুক দ্বন্দ্ব সমাসের অন্তর্ভুক্ত। যেমন–
আগে ও পাছে = আগে–পাছে; পাকে ও প্রকারে = পাকে–প্রকারে; ধীরে ও সুস্থে = ধীরেসুস্থে ইত্যাদিগ।

১১. **ক্রিয়াপদের দ্বন্দ্ব :** যে দ্বন্দ্ব সমাসের পূর্ব-পর উভয় পদই ক্রিয়াপদ, তাকে ক্রিয়াপদের দ্বন্দ্ব সমাস বলে। যেমন– লেখা ও পড়া = লেখাপড়া; চলা ও ফেরা = চলাপেরা; বাঁচা ও মরা = বাঁচা–মরা; যাওয়া ও আসা = যাওয়া–আসা ইত্যাদি।

১২. **বিশেষ্য পদের দ্বন্দ্ব :** যে দ্বন্দ্ব সমাসে উভয় পদই বিশেষ্য বা বিশেষ্যের ভাব প্রকাশ করে, তাকে বিশেষ্য পদের দ্বন্দ্ব সমাস বলে। যেমন– জন্ম ও মৃত্যু = জন্ম–মৃত্যু; ধান ও পাট = ধান–পাট; জীবন ও মরণ = জীবন–মরণ; নদ ও নদী = নদ–নদী ইত্যাদি।

Teachingbd24.com

১৩. **সর্বনাম পদের দ্বন্দ্ব :** যে দ্বন্দ্ব সমাসে উভয় পদই সর্বনাম পদ নয়, তাকে সর্বনাম পদের দ্বন্দ্ব সমাস বলে। যেমন– যথা ও তথা = যথা-তথা; এটা আর ওটা = এটা-ওটা; এখানে এবং সেখানে = এখানে-সেখানে; যা ও তা = যা-তা ইত্যাদি।

১৪. **বিশেষণ পদের দ্বন্দ্ব :** যে দ্বন্দ্ব সমাসে উভয় পদই বিশেষণ হয়, তাকে বিশেষণ পদের দ্বন্দ্ব বলে। যেমন– ছোটপ ও বড় = ছোট-বড়; কম ও বেশি = কম-বেশি; সহজ ও সরল = সহজ-সরল; বাকি ও বকেয়া = বাকি-বকেয়া ইত্যাদি।

১৫. **একশেষ দ্বন্দ্ব :** যে দ্বন্দ্ব সমাসে সমস্যমান পদগুলোর মধ্যে একটি মাত্র পদ থাকে, অন্য পদগুলো নিবৃত্ত হয়, তাকে একশেষ দ্বন্দ্ব বলে। যেমন– সে ও তুমি = তোমরা; সে, তুমি ও আমি = আমরা ইত্যাদি।

প্রশ্ন : বহুব্রীহি সমাস কাকে বলে? কয় প্রকার ও কী কী? সংজ্ঞাসহ উদাহরণ দাও।

উত্তর : বহুব্রীহি সমাস : যে সমাসে সমস্যমান পদগুলোর কোনোটির অর্থ প্রধানভাবে না বুঝিয়ে সমাসবন্ধ পদটি অন্য কোনো অর্থ বোঝায়, তাকে বহুব্রীহি সমাস বরে।

যেমন–বহুব্রীহি শব্দটি সমাসবন্ধ। এর ব্যাসবাক্য বহু ব্রীহি আছে যার বহুব্রীহি। এখানে বহু ধান না বুঝিয়ে ধনী ব্যক্তিকে বোঝানো হচ্ছে। এ কারণে এ জাতীয় সমাসকে বহুব্রীহি সমাস বলা হয়।

বহুব্রীহি সমাসের প্রকারভেদ : বহুব্রীহি সমাস আট প্রকার। যথা–

১. সমানাধিকরণ বহুব্রীহি
২. ব্যধিকরণ বহুব্রীহি
৩. ব্যতিহার বহুব্রীহি
৪. নঞ বহুব্রীহি,
৫. মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি
৬. অলুক বহুব্রীহি
৭. প্রত্যয়ান্ত বহুব্রীহি ও
৮. সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি।

১. **সমানাধিকরণ বহুব্রীহি :** পরস্পর সম্বন্ধ বিশিষ্ট বিশেষণ ও বিশেষ্য পদে যে বহুব্রীহি সমাস হয়, তাকে সমানাধিকরণ বহুব্রীহি সমাস বলে। যেমন– দৃঢ় প্রতিজ্ঞা যার = দৃঢ়প্রতিজ্ঞ; সমান জাতি যার = স্বজাতি; যুবতি জায়া যার = যুবজানি; নীল অম্বর যার = নীলাম্বর ইত্যাদি।

২. **ব্যধিকরণ বহুব্রীহি :** যে বহুব্রীহি সমাসে সমস্যমান পদ দুটি পৃথক বিভক্তি যুক্ত বিশেষ্য পদ হয়, তাকে ব্যধিকরণ বহুব্রীহি সমাস বরেএযমন– অন্তে অপ যার = অন্তরীপ; পদ্ম পদে যার = পাদপদ্ম; পাপে মতি যার = পাপমতি; নদী মাতা যার = নদীমাতৃক ইত্যাদি।

৩. **ব্যতিহার বহুব্রীহি :** পরস্পর সাপেক্ষ ক্রিয়া বোঝালে একই পদের পুনরুক্তি দ্বারা যে বহুব্রীহি হয়, তাকে ব্যতিহার বহুব্রীহি সমাস বলে। এ সমাসে দ্বিরুক্ত পদের প্রথমটির শেষে 'আ' বা 'ও' এবঙ দ্বিতীয়টির শেষে 'ই' যোগ হয়। যেমন–

রক্তে রক্তে যে লড়াই = রক্তারক্তি; কেশে কেশে আকর্ষণ করে যে যুদ্ধ = কেশাকেশি; কানে কানে যে কথা = কানাকানি; লাঠিতে লাঠিতে যে মারামারি = লাঠালাঠি ইত্যাদি।

৪. **নঞ বহুব্রীহি :** বিশেষ্য পূর্বপদের আগে নঞ (না অর্থবোধক) অব্যয় যোগ করে যে বহুব্রীহি সমাস হয় তাকে নঞ বহুব্রীহি সমাস বলে। যেমন– নেই শ্রী যার = বিশ্রী; বিগত হয়েছে শ্রদ্ধা যার = বীতশ্রদ্ধ; নেই ভয় যাতে = নির্ভয়; নাই বোধ যার = নির্বোধ ইত্যাদি।

৫. **মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি :** যে বহুব্রীহি সমাসে ব্যাসবাক্যের মধ্যপদ লোপ পায়, তাকে মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি সমাস বলে। যেমন– পটল চিরলে যেমন গড়ন হয় তেমন = পটলচেরা; কপোতের অক্ষির মতো অক্ষি যার = কপোতাক্ষ; বিশ গজ পরিমাণ যার = বিশগজি; বিড়ালের চোখের ন্যায় চোখ যে নারীর = বিড়ালচোখী ইত্যাদি।

৬. **অলুক বহুব্রীহি :** যে বহুব্রীহি সমাসে পূর্বপদের বিভক্তির লোপ হয না, তাকে অলুক বহুব্রীডিহ সমাস বলে। যেমন– গায়ে হলুদ দেওয়া হয যে অনুষ্ঠানে = গায়ে-হলুদ; হাতে খড়ি দেওয়া হয় যে অনুষ্ঠানে = হাতেখড়ি; মাথায় পাগড়ি যার = মাথায়-পাগড়ি; হাতে বেড়ি যার = হাতে-বেড়ি ইত্যাদি।

https://teachingbd24.com

৭. **প্রত্যয়ান্ত বহুব্রীহি :** যে বহুব্রীহি সমাসের সমস্তপদে আ, এ, ও ইত্যাদি প্রত্যয় যুক্ত হয়, তাকে প্রত্যয়ান্ত বহুব্রীহি সমাস বলে। যেমন– ঘরের দিকে মুখ যার = ঘরমুখো; দুই দিকে টান যার = দোটানা; দুই তলা যার = দোতলা; এক দিকে চোখ যার = একচোখা ইত্যাদি।

৮. **সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি :** যে বহুব্রীহি সমাসে পূর্বপদ সংখ্যাবাচক ও পরপদ বিশেষ্য হয় এবং সমস্তপদটিতে বিশেষণ পদ বোঝায়, তাকে সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি সমাস বলে। এ সমাসে সমস্তপদে 'ঈ', 'যা', 'আ', 'ই' যুক্ত হয়। যেমন– সে (তিন) তার যার = সেতার; এক দিকে রোখ যার = একরোখা; চৌ (চার) চালা যার = চৌচালা; দশ গজ পরিমাণ যার = দশগজি ইত্যাদি।

প্রশ্ন : তৎপুরুষ সমাসের সংজ্ঞাসহ শ্রেণিবিভাগ আলোচনা করো।

উত্তর : সংজ্ঞা : পূর্বপদের বিভক্তি লোপে যে সমাস হয় এবং যে সমাসে প্রয়োজীয় অর্থ প্রধানরূপে বোঝায়, তাকে তৎপুরুষ সমাস বলে। যেমন– গৃহ থেকে আগত স= গৃহাগত, গাছে পাপকা = গাছপাকা, দেশকে উদ্ধার = দেশোদ্ধার ইত্যাদি।

১. **দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাস :** পূর্বপদের দ্বিতীয়া বিভক্তির (কে, রে ইত্যাদি) লোপ হয়ে যে সমাস হয়, তাকে দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাস বলে। যেমন–পদকে আশ্রিত = পদাশ্রিত; চরণাকে আশ্রিত = চরণাশ্রিত; বিপদকে আপন্ন = বিপদাপন্ন; ধর্মকে সংক্রান্ত = ধর্মসংক্রান্ত।

২. **তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস :** পূর্বপদে তৃতীয়া বিভক্তি (দ্বারা, দিয়া, তে, কর্তৃক ইত্যাদি) থাকে এবং সমস্তপদে তৃতীয়া বিভক্তির লোপে যে সমাস হয়, তাকে তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস বলে। যেমন–ঢেঁকি দ্বারা ছাঁটা = ঢেঁকিছাঁটা; ঘি দিয়ে ভাজা = ঘিয়েভাজা; মধুতে মাখা = মধুমাখা; শ্রম দ্বারা লব্ধ = শ্রমলব্ধ; বিপদ দ্বারা সংকুল = বিপদসংকুল; স্বনাম দ্বারা ধন্য = স্বনামধন্য।

৩. **চতুর্থী তৎপুরুষ সমাস :** পূর্বপদে চতুর্থী বিভক্তি (কে, জন্য, নিমিত্ত ইত্যাদি) লোপে যে তৎপুরুষ সমাস হয়, তাকে চতুর্থী তৎপুরুষ সমাস বলে। যেমন– বিয়ের জন্য পাগলা = বিয়েপাগলা; শয়নের নিমিত্ত কক্ষ = শয়নকক্ষ; হজের জন্য যাত্রা = হজযাত্রা; পুত্রের জন্য শোক =পুত্রশোক।

৪. **পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাস :** পূবৃপদে পঞ্চমী বিভক্তি (হতে, থেকে ইত্যাদি) লোপে যে তৎপুরুষ সমাস হয়, তাকে পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাস বলে। যেমন–আগা থেকে গোড়া = আগাগোড়া; জেল থেকে খালাস = জেলখালাস; বিলাত হতে ফেরত = বিলাতফেরত; প্রাণের চেয়ে প্রিয় = প্রাণপ্রিয়।

৫. **ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস :** পূর্বপদে ষষ্ঠী বিভক্তির (র, এর) লোপ হয়ে যে তৎপুরুষ সমাস হয়, তাকে ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস বলে। যেমন– কবিদের গুরু = কবিগুরু; মনের রথ = মনোরথ; খেয়ার ঘাট = খেয়াঘাট; সূর্যের আলোক = সূর্যালোক; বাঁদরের নাচ = বাঁদরনাচ; নাটকের অভিনয় = নাট্যাভিনয়।

৬. **সপ্তমী তৎপুরুষ সমাস :** পূর্বপদে সপ্তমী বিভক্তি (এ, য়, তে) লোপ হয়ে যে তৎপুরুষ সমাস হয়, তাকে সপ্তমী তৎপুরুষ সমাস বলে। যেমন– গোলায় ভরা = গোলাভরা; গাছে পাকা = গাছপাকা; নামাজে রত = নামাজরত; তালে কানা = তালকানা; দিবায় নিদ্রা = দিবানিদ্রা; ভোজনে পটু = ভোজনপটু।

৭. **নঞ তৎপুরুষ সমাস :** না–বাচক নঞ অব্যয় (না, নেই, নাই, নয়) পূর্বে বসে যে তৎপুরুষ সমাস হয়, তাকে নঞ তৎপুরুষ সমাস বলে। যেমন– নয় উচিত = অনুচিত; নয় সত্য = অসত্য; নয় সুখ = ন আচার = অনাচার; নয় অতি দীর্ঘ = নাতিদীর্ঘ; নাই বৃষ্টি = অনাবৃষ্টি।

৮. **উপপদ তৎপুরুষ সমাস :** যে পদের পরবর্তী ক্রিয়ামূলের সঙ্গে কৃৎপ্রত্যয় যুক্ত হয়, সে পদকে উপপদ বলে। তকৃদন্ত পদের সাথে উপপদের যে সমাস হয়, তাকে উপপদ তৎপুরুষ সমাস বলে। যেমন– জলে চরে যা = জলচর; স্থলে চলে যে = স্থলচর; মধু পান করে যে = মধুপ; জাদু করে যে = জাদুকর; পকেট মারে যে = পকেটমার; পঙ্কে জন্মে যা = পঙ্কজ।

Teachingbd24.com

৯. **অলুক তৎপুরুষ সমাস :** যে তৎপুরুষ সমাসে পূর্বপদে দ্বিতীয়াদি বিভক্তি লোপ পায় না, তাকে অলুক তৎপুরুষ সমাস বলে। যেমন– হাতে কাটা = হাতেকাটা; তেলে ভাজা = তেলেভাজা; গায়ে হলুদ = গায়েহলুদ; ঘানির তেল = ঘানিরতেল; গোড়ায় গলদ = গোড়ায়গলদ; সোনার বাংলা = সোনার বাংলা ইত্যাদি।

প্রশ্ন : উদাহরণসহ সংজ্ঞা দাও : সুপসুপা সমাস, নিত্য সমাস, প্রাদি সমাস, গতি সমাস, একদেশী সমাস।

উত্তর :

১. **সুপসুপা সমাস :** 'সুপ' অর্থ বিভক্তিযুক্ত নামপদ। কোনো বিভক্তিযুক্ত নামপদের সাথে অপর কোনো বিভক্তিযক্তি নামপদের সমাস হলে, তাকে সুপসুপা সমাস বলে। যেমন– রাত্রির মধ্য = মধ্যরাত্রি; রাত্রির পূর্ব = পূর্বরাত্রি; পূর্বে ভূত = ভূতপূর্ব; অহ্নের মধ্যে = মধ্যাহ্ন ইত্যাদি।

২. **নিত্য সমাস :** যে সমাসে সদস্যমান পদগুলো পাশাপাশি অবস্থান করে এবং ব্যাসবাক্যের প্রয়োজন হয় না, তাকে নিতসেমাস বলে। যেমন– কেবল দর্শন = দর্শনমাত্র; সমস্ত গ্রাম স= গ্রামসুদ্ধ; কেবল তা = তন্মাত্র; অন্য বিষয় = বিষয়ান্তর।

৩. **প্রাদি সমাস :** যে সমাসের পূর্বে উপসর্গ (প্র, প্রতি, উৎ) ও উত্তরে কৃদন্ত পদ যুক্ত হয় এবং অব্যয়ের সাথে যুক্ত হয়, তাকে প্রাদি সমাস বলে। এ সমাসকে তৎপুরুষ এবং নিত্য সমাসের অন্তর্গত বলে অনেকে দাবি করেছেন। যথা–

প্র (প্রকৃষ্ট রূপে) ভাত = প্রভাত, প্র (প্রকৃষ্ট) গতি = প্রগতি, প্র (প্রকৃষ্ট) যে বচন = প্রবচন ইত্যাদি।

৪. **গতি সমাস :** আবিঃ, পুরঃ, তিরঃ, প্রাদুৎ, আলয়ঃ, সাক্ষাৎ–এ কয়টি অব্যয়কে গতি বলে। এসব গতির সাথে কৃদন্ত পদের যে সমাস হয় তাকে গতি সমাস বলে। যেমন– আবিৎ (দৃষ্টিগোচর হওয়ার) + ভাব = আবির্ভাব; তিরৎ + কার = তিরস্কার ইত্যাদি।

৫. **একদেশী সমাস :** 'একদেশ' মানে 'অবয়ব বা অংশ' নয় 'অবধি বা সমগ্র'। তাই এ সমাসে সমগ্রবোধকে পদের সাথে অংশবোধক কালবাচক পদের যে সমাস হয় তাকে একদেশী সমাস বলে। যেমন–অহ্নের অপর ভাগ – অপরাহ্ন।

প্রশ্ন : নঞ তৎপুরুষ ও নঞর্থক বহুব্রীহি সমাসের পার্থক্য লেখো।

উত্তর : নঞ তৎপুরুষ ও নঞর্থক বহুব্রীহি সমাসের মধ্যে পার্থক্য নিম্নরূপ :

নঞ তৎপুরুষ	নঞর্থক বহুব্রীহি
১. তৎপুরুষ সমাসের পূর্বপদে নঞর্থক বা না–বোধক অব্যয় থাকলে তাকে নঞ তৎপুরুষ সমাস বলে।	১. বহুব্রীহি সমাসের পূর্বপদে নঞর্থক বা না–বোধক অব্যয় থাকলে তাকে নঞর্থক বহুব্রীহি সমাস বলে।
২. তৎপুরুষ সমাসে উত্তরপদ বিশেষ্য হলে সমস্তপদটি বিশেষণ হয় না।	২. উত্তরপদে বিশেষ্য থেকে সাধিত পদটি বিশেষণ পদ হয়।
৩. নঞ তৎপুরুষ সমাসে অব্যয়ের প্রাধান্য থাকে।	৩. নঞর্থক বহুব্রীহি সমাসে অন্য পদের প্রাধান্য থাকে।
৪. নঞ তৎপুরুষ সমাসে ব্যাকবাক্যের পরে কোনো শব্দের সংযোজন ঘটে না।	৪. নঞর্থক বহুব্রীহি সমাসে যার, যাতে প্রভৃতি ব্যাসবাক্যের শেষে ব্যবহৃত হয়।
৫. পরপদের অর্থ প্রধানরূপে প্রতীয়মান হয়।	৫. সমস্তপদটিতে পূর্বপদ ও উত্তরপদের অর্থ প্রাধান্য লাভ না করে ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে।

https://teachingbd24.com

বোর্ড প্রশ্নের সমাধান : ২০০০ থেকে ২০১৮ পর্যন্ত

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম	
জনমানব	জন ও মানব	দ্বন্দ্ব সমাস	[ঢা. ০৬; রা. সি. চ. দি. ব. ০৩; কু. সি. দি. ০৪; সি. কু. ০৫; ব. ১২]
দম্পতি	জায়া ও পতি	দ্বন্দ্ব সমাস	[রা. ১৬, ০৩, ০৮; ব. ১৫, ০৪; চ. ০৬; দি. ০৭; ব. ০৯; সি. ১৭, ১১সি. ০৭, ১৪; কু, ১৪]
দেওয়া-নেওয়া	দেওয়া ও নেওয়া	দ্বন্দ্ব সমাস	[চ. ০০]
দেখা-শোনা	দেখা ও শোনা	দ্বন্দ্ব সমাস	[য. ০৪]
ভালোমন্দ	ভালো ও মন্দ	দ্বন্দ্ব সমাস	[রা. ০৭]
রক্ত-মাংস	রক্ত ও মাংস	দ্বন্দ্ব সমাস	[রা. ০৯. কু. ১২]
লেনদেন	লেন ও দেন	দ্বন্দ্ব সমাস	[রা. ০৬; দি. ০৯]
মরাবাঁচা	মরা ও বাঁচা	দ্বন্দ্ব	[ঢা. ১৩]
সাত-সতেরো	সাত ও সতেরো	দ্বন্দ্ব সমাস	[রা. ১৭, সি. ০৯; চ. ১০; দা. ১১. ১২]
অহিনকুল	অহি ও নকুল	দ্বন্দ্ব সমাস	[সকল বো. ১৮]

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম	
দা-কুমড়া	দা ও কুমড়া	দ্বন্দ্ব সমাস	[রা. ১২]
হিতাহিত	হিত ও অহিত	দ্বন্দ্ব সমাস	[চ. ১৭, রা. ১৬, য. ০৯, ১৪]
ভরণপোষণ	ভরণ ও পোষণ	দ্বন্দ্ব সমাস	[চ. ১২]

<u>অলুক দ্বন্দ্ব সমাস</u> :

যে দ্বন্দ্ব সমাসে কোনো সমস্যমান পদে বিভক্তি লোপ পায় না তাকে 'অলুক দ্বন্দ্ব সমাস' বলে। যেমন :

হাতে-পায়ে	হাতে ও পায়ে	অলুক দ্বন্দ্ব	[সি. ১৫, দি. ১৩]
দুধেভাতে	দুধে ও ভাতে	অলুক দ্বন্দ্ব	[য. ০৭; চ. ১১]
পথে-প্রান্তরে	পথে ও প্রান্তরে	অলুক দ্বন্দ্ব	[চ. ০০]
বনেবাদাড়ে	বনে ও বাদাড়ে	অলুক দ্বন্দ্ব	[চ. ০৪, সি. ১২]

<u>বহুপদী দ্বন্দ্ব সমাস</u> :

তিন বা বহুপদে দ্বন্দ্ব সমাস হলে তাকে 'বহুপদী দ্বন্দ্ব' বা 'একশেষ দ্বন্দ্ব সমাস' বলে।

আমরা	সে, তুমি ও আমি	একশেষ দ্বন্দ্ব	[দি. ১৫; রা. ০৫, ১৪; দা. ১৫, ০৬, ১০; সি. ১৬, ০৮; কু. ১৫, ০৭, ১০]

তৎপুরুষ সমাস :

পূর্বপদের বিভক্তির লোপ পেয়ে যে সমাস হয় এবং পরপদের অর্থ প্রধানভাবে বোঝালে তাকে তৎপুরুষ সমাস বলে। যেমন :

<u>দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাস</u> :

পানাপুকুর	পানার পুকুর	৬ষ্ঠী তৎপুরুষ	[চ. ১৩]
মাছ ধরা	মাছকে ধরা	২য়া তৎপুরুষ	[চ. ১৩]
মধুমাখা	মধু দ্বারা মাখা	৩য়া তৎপুরুষ	[চ. ১৩]
পদচ্যুতি	পদ হতে চ্যুতি	৫মী তৎপুরুষ	[কু. ১৩]

পূর্বপদের দ্বিতীয় বিভক্তি (কে, রে) ইত্যাদি লোপ পেয়ে যে সমাস হয় তাকে 'দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাস' বলে।

আমকুড়ানো	আমকে কুড়ানো	দ্বিতীয়া তৎপুরুষ	[রা. ০০; কু. ০৩, ০৫; বরি. ১০; দা. ১১; ব ১১]
চিরসুখী	চিরকালব্যাপিয়া সুখী	দ্বিতীয়া তৎপুরুষ	[য. ১৬, ০৬; চ. ১১]
দেশবিভাগ	দেশকে ভাগ	দ্বিতীয়া তৎপুরুষ	[ব. কু. ০৩, ০৫]
দেশভজা	দেশকে ভজা	দ্বিতীয়া তৎপুরুষ	[ব. ০৮]

Teachingbd24.com

https://teachingbd24.com

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম	
পৃষ্ঠপ্রদর্শন	পৃষ্ঠকে প্রদর্শন	দ্বিতীয়া তৎপুরুষ	[কু. ০৬; য. ০৯]
বিস্ময়াপন্ন	বিস্ময়কে আপন্ন	দ্বিতীয়া তৎপুরুষ	[ব. ০৭]
রথচালন	রথকে চালন	দ্বিতীয়া তৎপুরুষ	[ঢা. ০৩]
শরনিক্ষেপ	শরকে নিক্ষেপ	দ্বিতীয়া তৎপুরুষ	[কু. ০১]
দেশত্যাগ	দেশকে ত্যাগ	দ্বিতীয়া তৎপুরুষ	[রা. ১০]

তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস :

পূর্ব পদের তৃতীয়া বিভক্তি (দ্বারা, দিয়া, কর্তৃক) ইত্যাদি লোপ পেয়ে যে সমাস হয় তাকে 'তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস' বলে। যেমন :

ঘিভাজা	ঘি দ্বারা ভাজা	তৃতীয়া তৎপুরুষ	[সি. ০৪; য. ০৫]
ছায়াশীতল	ছায়া দ্বারা শীতল	তৃতীয়া তৎপুরুষ	[চ. ১৩' ব. ০৪]
জনাকীর্ণ	জন দ্বারা আকীর্ণ	তৃতীয়া তৎপুরুষ	[চ. ১৫; ঢা. ০৪; য. ১০, কু. ১২]
জলসেচন	জল দ্বারা সেচন	তৃতীয়া তৎপুরুষ	[রা. ০১]
আমরণ	মরণ পর্যন্ত	অধ্যয়ীভাব সমাস	
বইপড়া	বইকে পড়া	অধ্যয়ীভাব সমাস	[সকল বো. ১৮]
বাদ্‌দত্তা	বাক্ দ্বারা দত্তা	তৃতীয়া তৎপুরুষ	[চ. ১৭]
ঢেঁকিছাঁটা	ঢেঁকি দ্বারা ছাঁটা	তৃতীয়া তৎপুরুষ	[দি. ১৭, চ. ১১]
ন্যায়সঙ্গত	ন্যায় দ্বারা সঙ্গত	তৃতীয়া তৎপুরুষ	[কু. ০৮]
পদদলিত	পদ দ্বারা দলিত	তৃতীয়া তৎপুরুষ	[চ. ০৯]
পুষ্পাঞ্জলি	পুষ্প দিয়ে অঞ্জলি	তৃতীয়া তৎপুরুষ	[ঢা. ০৫]
বাক্‌বিতণ্ডা	বাক্ দ্বারা বিতণ্ডা	তৃতীয়া তৎপুরুষ	[রা. ০৭, ১৪; কু. ১৩]
মনগড়া	মন দ্বারা গড়া	তৃতীয়া তৎপুরুষ	[রা. ০৪; চ. ০৭; য. ১০; কু. ১২]
মেঘলুপ্ত	মেঘ দ্বারা লুপ্ত	তৃতীয়া তৎপুরুষ	[চ. ০৫; সি. ১৫, ১০; দি. ১১; কু. ১২]
যুক্তিসঙ্গত	যুক্তি দ্বারা সঙ্গত	তৃতীয়া তৎপুরুষ	[রা. ০৮]
শোকার্ত	শোক দ্বারা আর্ত	তৃতীয়া তৎপুরুষ	[সি. ০৬]
শ্রমলব্ধ	শ্রম দ্বারা লব্ধ	তৃতীয়া তৎপুরুষ	[চ. ১০]
জ্ঞানশূন্য	জ্ঞান দ্বারা শূন্য	তৃতীয়া তৎপুরুষ	[ব. ১১]
মধুকর	মধু করে যে	উপপদ তৎপুরুষ	[ঢা. ১৩]

চতুর্থী তৎপুরুষ সমাস :

পূর্বপদের চতুর্থী বিভক্তি (কে, জন্যে, নিমিত্তে) ইত্যাদি লোপ পেয়ে যে সমাস হয় তাকে চতুর্থী তৎপুরুষ সমাস বলে।

তপোবন	তপের নিমিত্ত বন	চতুর্থী তৎপুরুষ	[ঢা. ০৩, ০৪; সি. ০৪; সি. ০৪, ১৪; রা. ১৫, ০৭, ১২, য. ০৬, ১০; দ. ১]
দেবদত্ত	দেবকে দত্ত	চতুর্থী তৎপুরুষ	[ব. ০৩]
বিয়েপাগল	বিয়ের জন্যে পাগল	চতুর্থী তৎপুরুষ	[চ. ১৩; রা. ১০]
রান্নাঘর	রান্নার জন্যে ঘর	চতুর্থী তৎপুরুষ	[সি. ০৫]
সেচন-কলস	সেচনের নিমিত্ত কলস	চতুর্থী তৎপুরুষ	[ব. ০৩]
হজযাত্রা	হজের জন্যে যাত্রা	চতুর্থী তৎপুরুষ	[ঢা. ১৬, চ. ০৮]
গুরুভক্তি	গুরুকে ভক্তি	চতুর্থী তৎপুরুষ	[সি. ১৭]

Teachingbd24.com

পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাস :

পূর্বপদের পঞ্চমী বিভক্তি (হতে, থেকে) প্রভৃতি লোপ পেয়ে যে সমাস হয় তাকে 'পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাস' বলে।

দেশপলাতক	দেশ থেকে পলাতক	পঞ্চমী তৎপুরুষ	[কু. ০৩; য. ০৫; চ. ০৬; কু. ০৮; য. ০৯]
মুখভ্রষ্ট	মুখ থেকে ভ্রষ্ট	পঞ্চমী তৎপুরুষ	[রা. ০৬]
যুদ্ধবিরতি	যুদ্ধ থেকে বিরতি	পঞ্চমী তৎপুরুষ	[রা. ০৯]
প্রাণপ্রিয়	প্রাণের চেয়ে প্রিয়	পঞ্চমী তৎপুরুষ	[রা. ১০]

ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস :

পূর্বপদের্ ষষ্ঠী বিভক্তি (র, এর) ইত্যাদি লোপ পেয়ে যে সমাস হয় তাকে 'ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস' বলে।

উপলখণ্ড	উপলের খণ্ড	ষষ্ঠী তৎপুরুষ	[রা. ০১]
কর্মকর্তা	কর্মের কর্তা	ষষ্ঠী তৎপুরুষ	[রা. ১০]
কবিগুরু	কবিদের গুরু	ষষ্ঠী তৎপুরুষ	[ব. ০৪]
খেয়াঘাট	খেয়ার ঘাট	ষষ্ঠী তৎপুরুষ	[ব. ০৩; কু. ০৫]
গল্পপ্রেমিক	গল্পের প্রেমিক	ষষ্ঠী তৎপুরুষ	[চ. ০০; কু. ০৩, ০৫; ঢা. ০৪; য. ১১]
গৃহকর্ত্রী	গৃহের কর্ত্রী	ষষ্ঠী তৎপুরুষ	[দি. ১৫, চ. ০২; য. ১১]
চা-বাগান	চায়ের বাগান	ষষ্ঠী তৎপুরুষ	[কু. ০৭; চ. ১৪]
অশ্বপদ	অশ্বের পদ	ষষ্ঠী তৎপুরুষ	[চ. ১২]
কলঙ্করেখা	কলঙ্কের রেখা	ষষ্ঠী তৎপুরুষ	[চ. ১২, ১৪]
জীবনসঞ্চার	জীবনের সঞ্চার	ষষ্ঠী তৎপুরুষ	[কু. ০৪]
ঝরনাধারা	ঝরনার ধারা	ষষ্ঠী তৎপুরুষ	[চ. ০৩, য. ১২]
নবীনবরণ	নবীনদের বরণ	ষষ্ঠী তৎপুরুষ	[ঢা. ০৭]
পাষাণস্তূপ	পাষাণের স্তূপ	ষষ্ঠী তৎপুরুষ	[রা. ০০; কু. ০৪; চ. ১০]
পুষ্পসৌরভ	পুষ্পের সৌরভ	ষষ্ঠী তৎপুরুষ	[দি. ০৯; য. ০১; চ. ০২; রা. ০৩, ০৭; ব. ০৩, ০৭; কু. ০৩, ০৪; সি. ০৪; চ. ০৭]
প্রাণবধ	প্রাণের বধ	ষষ্ঠী তৎপুরুষ	[ঢা. ০৩; বরি. ১০]
বজ্রসম	বজ্রের সম	ষষ্ঠী তৎপুরুষ	[ঢা. ০৩; রা. ০৯]
বনমধ্যে	বনের মধ্যে	ষষ্ঠী তৎপুরুষ	[ঢা. ০৩; য. ০০, ০৫, ০৭]
বিধিলিপি	বিধির লিপি	ষষ্ঠী তৎপুরুষ	[য. ০৯; বরি. ১০]
ভারার্পণ	ভারের অর্পণ	ষষ্ঠী তৎপুরুষ	[কু. ০৪]
ভুজবল	ভুজের বল	ষষ্ঠী তৎপুরুষ	[কু. ০১; ঢা. ০৩]
মনমধ্যে	মনের মধ্যে	ষষ্ঠী তৎপুরুষ	[সি. ০৪]
মামাবাড়ি	মামার বাড়ি	ষষ্ঠী তৎপুরুষ	[য. ০৫]
মার্তণ্ডপ্রায়	মার্তণ্ডের প্রায়	ষষ্ঠী তৎপুরুষ	[চ. ০০; ঢা. ০৪]
মৃগশিশু	মৃগীর শিশু	ষষ্ঠী তৎপুরুষ	[কু. ০৮]
রাজদণ্ড	রাজার দণ্ড	ষষ্ঠী তৎপুরুষ	[য. ০৬]
রাজনীতি	রাজার নীতি	ষষ্ঠী তৎপুরুষ	[দি. ১৬, চ. ১৫, কু. ১৫, সি.১৬, ০৭]
রাজপথ	পথের রাজা	ষষ্ঠী তৎপুরুষ	[চ. ১৩; ঢা. ০৮; দি. ০৯; চ. ১১, সি. ১২; রা. ১৬, ১৪; সকল বো. ১৮]
রাজহংস	হংসের রাজা	ষষ্ঠী তৎপুরুষ	[রা. ০৫; ব. ০৯; ঢা. ১১]
সুখসময়	সুখের সময়	ষষ্ঠী তৎপুরুষ	[রা. ০০; ব. ০৮]
ষড়যন্ত্র	ষড়ের যন্ত্র	ষষ্ঠী তৎপুরুষ	[য. ০৯, ১০]

Teachingbd24.com

সপ্তমী তৎপুরুষ সমাস :

পূর্বপদের সপ্তমী বিভক্তি (এ, য়, তে) ইত্যাদি লোপ পেয়ে যে সমাস হয় তাকে 'সপ্তমী তৎপুরুষ সমাস' বলে।

অকালপক্ব	অকালে পক্ব	সপ্তমী তৎপুরুষ	[য. ০৬]
অকালমৃত্যু	অকালে মৃত্যু	সপ্তমী তৎপুরুষ	[ব. ০৪]
গাছপাকা	গাছে পাকা	সপ্তমী তৎপুরুষ	[য. ০৫; চ. ১১; সি. ১৪]
বনভোজন	বনে ভোজন	সপ্তমী তৎপুরুষ	[রা. ১০]
তমাসাচ্ছন্ন	তমসায় আচ্ছন্ন	সপ্তমী তৎপুরুষ	[রা. ০৮]
রথারোহণ	রথে আরোহণ	সপ্তমী তৎপুরুষ	[সি. ০৩; কু . ০৯]
সলিলসমাধি	সলিলে সমাধি	সপ্তমী তৎপুরুষ	[চ. ০৩, ০৫; ব. ১১; সি. ১১, য. ১২]

উপপদ তৎপুরুষ সমাস :

উপপদের সাথে কৃদন্ত পদের যে সমাস হয় তাকে উপপদ তৎপুরুষ সমাস বলে।

ইন্দ্রজিৎ	ইন্দ্রকে জয় করেছে যে	উপপদ তৎপুরুষ সমাস	[চ. ১৬, রা. ১৭, ০৮]
প্রদত্ত শব্দ	**ব্যাসবাক্য**	**সমাসের নাম**	
ক্ষণজীবী	ক্ষীণভাবে বাঁচে যে	উপপদ তৎপুরুষ সমাস	[ঢা. ০৫; ব. ০৬; য. ০৭]
গায়েপড়া	গায়ে পড়ে যে	উপপদ তৎপুরুষ সমাস	[দি. ১১]
গৃহস্থ	গৃহে থাকে যে	উপপদ তৎপুরুষ সমাস	[য. ১৬, রা. ০৫; ঢা. ১১; কু. ১৩]
জাদুকর	জাদু করে যে	উপপদ তৎপুরুষ সমাস	[সি. ১৩' ০৪; কু. ০৬; ব. ১১; দি. ১৪]
তিমিরবিদারি	তিমির বিদীর্ণ করে যা	উপপদ তৎপুরুষ সমাস	[চ. ০৩; য. ০৭, ১১, ১২ রা. ০৯; দি. ১০; সি. ১১]
পকেটমার	পকেট মারে যে	উপপদ তৎপুরুষ সমাস	[সি. ১৭, রা. ১৬,১৫, ব. ০৪; ১২ ঢা. ০৬; চ. ০৭; সি. ০৮; কু. ১১, দি. ১২]
বাস্তুহারা	বাস্তু হারিয়েছে যে	উপপদ তৎপুরুষ সমাস	[কু. ০৭]
মৃত্যুঞ্জয়	মৃত্যুকে জয় করেছে যে	উপপদ তৎপুরুষ সমাস	[কু. ০৮]
সত্যবাদী	সত্য বলে যে	উপপদ তৎপুরুষ সমাস	[সি. ০৬]
প্রভাকর	প্রভা করে যে	উপপদ তৎপুরুষ	[সকল বো. ১৮)

অলুক তৎপুরুষ সমাস :

পূর্বপদের বিভক্তি লোপ না পেয়ে যে সমাস হয় তাকে 'অলুক তৎপুরুষ সমাস' বলে।

গানের আসর	গানের আসর	অলুক তৎপুরুষ সমাস	[চ. ০০]
সোনার প্রতিমা	সোনার প্রতিমা	অলুক তৎপুরুষ সমাস	[চ. ০০]
দুধেভাতে	দুধে ও ভাতে	অলুক দ্বন্দ্ব	[য. ১৩]

নঞ্ তৎপুরুষ সমাস :

নঞ্ অব্যয় (না, নেই, নাই, নয়) পূর্বে বসে যে তৎপুরুষ সমাস হয় তাকে 'নঞ্ তৎপুরুষ সমাস' বলে।

অক্ষত	নয় ক্ষত	নঞ্ তৎপুরুষ	[সি. ০৩; কু. ০৬, ০৯; ঢা. ১০; য. ১১]
অকাতর	নয় কাতর	নঞ্ তৎপুরুষ	[চ. ১০]
অনতিবৃহৎ	নয় অতিবৃহৎ	নঞ্ তৎপুরুষ	[রা. ১৫, সি. ঢা. ০৪, ০৬; চ. ০৯; ব. ০১, ১০]
অনশন	ন অশন	নঞ্ তৎপুরুষ	[সি. ০৭]
অনর্থ	ন অর্থ	নঞ্ তৎপুরুষ	[ঢা. ০২]
অনাচার	নেই আচার	নঞ্ তৎপুরুষ	সি. ০৪, ১০, কু. ১২; দি. ১৩]
অনাসক্ত	নয় আসক্ত এমন	নঞ্ তৎপুরুষ	[য. ০৯]
অনাহার	ন আহার	নঞ্ তৎপুরুষ	[চ. ০০]

Teachingbd24.com

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম	
অনেক	ন এক	নঞ্ তৎপুরুষ	[ঢা. ০৭; দি. ০৯]
অনৈক্য	নেই ঐক্য	নঞ্ তৎপুরুষ	[রা. ০৯]
অপর্যাপ্ত	নয় পর্যাপ্ত	নঞ্ তৎপুরুষ	[য. ১৫, ব. ০৮; কু. ১১]
অসত্য	নয় সত্য	নঞ্ তৎপুরুষ	[য. ০৫]
অস্থির	নয় স্থির	নঞ্ তৎপুরুষ	[রা. ০৩; কু. ০৫]
নিরর্থক	নয় অর্থক	নঞ্ তৎপুরুষ	[দি. ১০; রা. ১১]
নামঞ্জুর	নয় মঞ্জুর	নঞ্ তৎপুরুষ	[সি. ০৬]
বেহিসাবি	নয় হিসাবি	নঞ্ তৎপুরুষ	[রা. ১০; কু. ১১]

প্রাদি সমাস :

প্র. প্রতি, অনু ইত্যাদি অব্যয়পদ পূর্বপদে বসে যে সমাস হয় তাকে 'প্রাদি সমাস' বলে।

প্রগতি	প্র (প্রকৃষ্ট) যে গতি	প্রাদি সমাস	[ব. ০৪; কু. ০৬, ১৪; চ. ১৭, ০৮, ১২; সি. ১০; ঢা. ০৯, ১১; রা. ১৪]
প্রভাত	প্র (প্রকৃষ্ট) যে ভাত	প্রাদি সমাস	[সি. ০৭, ১১; চ. ০৯; ব. ১০; কু. ১১]
প্রভাব	প্র (প্রকৃষ্ট) যে ভাব	প্রাদি সমাস	[রা. ০৩; কু. ০৫]
প্রবচন	প্র (প্রকৃষ্ট) যে বচন	প্রাদি সমাস	[য. ১৬, ব. ১১; দি. ১৪]
অতিমাত্র	অতি (অতিক্রান্ত) মাত্রা	প্রাদি সমাস	[সি. ০৩]

বহুব্রীহি সমাস :

যে সমাসে পূর্বপদ বা পরপদের কোনোটির অর্থ না বুঝিয়ে অন্য কোনো তৃতীয় অর্থ প্রকাশ করে, তাকে 'বহুব্রীহি' সমাস বলে। যেমন :

জয়ন্তী	জন্মতিথি উপলক্ষে অনুষ্ঠান	বহুব্রীহি সমাস	[দি. ১৭]
অল্পপ্রাণ	অল্প (হালকা) প্রাণ যার	বহুব্রীহি সমাস	[রা. ১৫, ঢা. ০৩; চ. ০৬; ব. ০৭; সি. ১০]
আশীবিষ	আশীতে বিষ যার	বহুব্রীহি সমাস	[রা. ০৪]
একরোখা	এক দিকে রোখ যার	বহুব্রীহি সমাস	[কু. ১৩; রা. ০৭]
উর্ণনাভ	উর্ণা নাভিতে যার	বহুব্রীহি সমাস	[চ. ১৭,১৬, ঢা. ১০]
কমবখ্‌ত	কম বখ্‌ত যে	বহুব্রীহি সমাস	[ব. ১১]
ক্ষুরধার	ক্ষুরের ন্যায় ধার যার	বহুব্রীহি সমাস	[চ. ০০]
গল্পপ্রেমিক	গল্পে প্রেমিক যে	বহুব্রীহি সমাস	[চ. ০০; কু. ০৩, ০৫; ঢা. ০৪; য. ১১]
	গল্পে প্রেম আছে যার	বহুব্রীহি সমাস	[ঢা. ০৩]
চন্দ্রচূড়	চন্দ্র চূড়ায় যার	বহুব্রীহি সমাস	[রা. ০৬]
চৌরাস্তা	চৌ রাস্তার মিলন যেখানে	বহুব্রীহি সমাস	[য. ০৫; রা. ০৩; চ. ০৯; সি. ১০]
তিমিরকুন্তলা	তিমিরের ন্যায় কুন্তল যার (স্ত্রী)	বহুব্রীহি সমাস	[চ. ০৩; সি. ০৫; য. ০৬; ০৯]
তেপায়া	তে পায়া আছে যাতে	বহুব্রীহি সমাস	[ব. ০৩; কু. ১৪; ঢা.১৫, ০৬, ০৯]
দশানন	দশ আনন যার	বহুব্রীহি সমাস	[রা. ০৫; সি . ০৯; দি. ১১]
দোভাষী	দো ভাষা আয়ত্তে আছে যার	বহুব্রীহি সমাস	[রা. ০৮]
নদীমাতৃক	নদী মাতা যার	বহুব্রীহি সমাস	[দি. ১৭, রা. ১৭, য. ১৬, সি. ০৭]
নীলকণ্ঠ	নীল কণ্ঠ যার	বহুব্রীহি সমাস	[সি. ১১; য. ১৪]
পর্দাপ্রিয়	পর্দা প্রিয় যার	বহুব্রীহি সমাস	[ঢা. ০২]
পাঁচগাজি	পাঁচ গজ পরিমাণ যার	মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি	[ঢা. ১৩]

Teachingbd24.com

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম	
হাতেছড়ি	হাতে ছড়ি যার	অলুক বহুব্রীহি	
পদ্মআঁখি	পদ্মের ন্যায় আঁখি যার	বহুব্রীহি সমাস	[ঢা. ১১; য. ১৩]
বিপত্নীক	বি (গত) হয়েছে পত্নী যার	বহুব্রীহি সমাস	[রা. ১৫, চ. ০৭; দি. ০৯]
বিমনা	বিচলিত মন যার	বহুব্রীহি সমাস	[চ. ০৭; দি. ০৯]
বীণাপাণি	বীণা পাণিতে যার	বহুব্রীহি সমাস	[ঢা.১৫, ০৭; দি. ০৯; রা. ১৪]
মন্দভাগ্য	মন্দ ভাগ্য যার	বহুব্রীহি সমাস	[চ. ০০, ০২; কু. ব. ০৩; সি. ০৪; কু. ০৯; দি. ১০; রা. ১৫, ১৩]
ষড়ভুজ	ষট্ ভুজ যার	বহুব্রীহি সমাস	[রা. ০৫]
সতীর্থ	সমান তীর্থ যাদের	বহুব্রীহি সমাস	[সি. ০৬, চ. ১২]
সহোদর	সমান (একই) উদর যার	বহুব্রীহি সমাস	[সি. ০৯; কু. ১৩; দি.১৬, ১৩]
সুহৃদ, সুহৃদয়	সুন্দর হৃদয় যার	বহুব্রীহি সমাস	[সি. ০৬; চ.,০৯]
শৌখিন	শখ আছে যার	বহুব্রীহি সমাস	[য. ০০]
আশীবিষ	আশিতে বিষ যার	বহুব্রীহি সমাস	[সকল বো. ১৮]
হাভাতে	ভাতের অভাব যার	বহুব্রীহি সমাস	[য. ১৩]
স্বল্পপ্রাণ	স্বল্প প্রাণ যার	বহুব্রীহি সমাস	[ঢা. ০২]
সেতার	সে (তিন) তার আছে যার	বহুব্রীহি সমাস	[ব. ০৯; সি. ১৩]
বিশালাক্ষী	বিশাল অক্ষি যার	বহুব্রীহি সমাস	[সি. ১৭]
মকরমুখো	মকরের দিকে মুখ যার	বহুব্রীহি সমাস	[সি. ১৭]
বীরকেশরী	বীরের ন্যায় কেশর যার	বহুব্রীহি সমাস	[সকল বো. ১৮]

ব্যতিহার বহুব্রীহি সমাস :

ক্রিয়ার পারস্পরিক অর্থে ব্যতিহার বহুব্রীহি সমাস হয়। এ সমাসে পূর্বপদে 'আ' এবং উত্তরপদে 'ই' যুক্ত হতে দেখা যায়। যেমন :

অতীন্দ্রিয়	ইন্দ্রিয়কে অতিক্রম করে	অব্যয়ভাব সমাস	[সি. ১৭]
কানাকানি	কানে কানে যে কথা	ব্যতিহার বহুব্রীহি সমাস	[সি. ০৪, ০৮, ১২ চ. ১১]
কোলাকুলি	কোলে কোলে যে মিলন	ব্যতিহার বহুব্রীহি সমাস	[ঢা. ১৬, য. ০৯; ব. ০৪, ০৯,১১, ১৪]
গলাগলি	গলায় গলায় যে মিলন	ব্যতিহার বহুব্রীহি সমাস	[সি. ১৫, রা. দি. ১০]
রক্তারক্তি	রক্তপাত করে যে যুদ্ধ	ব্যতিহার বহুব্রীহি সমাস	[য. ০৪; ঢা. ০৯, দি. ১২]
লাঠালাঠি	লাঠিতে লাঠিতে যে লড়াই	ব্যতিহার বহুব্রীহি সমাস	[সি. ০৫; রা. ০৮; য. ১৪]
হাতাহাতি	হাতে হাতে যে দ্বন্দ্ব	ব্যতিহার বহুব্রীহি সমাস	[সি. ০৫]
হাসাহাসি	হাসতে হাসতে যে ক্রিয়া	ব্যতিহার বহুব্রীহি সমাস	[ব, ১৫, য. ০৬; চ. ০৯; কু. ১০; রা. ১৩; দি. ১৪]

নঞ্ বহুব্রীহি সমাস :

নঞর্থক পদের সাথে বিশেষ্যের যে সমাস হয় তাকে 'নঞ্ বহুব্রীহি সমাস' বলে। নঞ্ বহুব্রীহি সমাসে সাধিত পদটি সাধারণত বিশেষণ হয়।

অনাশ্রিত	নেই আশ্রয় যার	নঞ্ বহুব্রীহি সমাস	[দি, ১৬, চ. কু. ০৩; কু. ব. ০৪; সি.১৬, ০৫; য. ব. ০৭; রা. ০৭; ঢা. ০৯, ১৪]
অনৈক্য	নেই ঐক্য যার	নঞ্ বহুব্রীহি সমাস	[রা. ০৯]
অবিশ্বাস	নয় বিশ্বাসযোগ্য যা	নঞ্ বহুব্রীহি সমাস	[কু. ০৪; চ. ০২, ০৭; য. ১০]
নিরর্থক	নেই অর্থ যার	নঞ্ বহুব্রীহি সমাস	[দি. ১০]
বেতার	নেই তার যার	নঞ্ বহুব্রীহি সমাস	[দি. ১০]
বেওয়ারিশ	নেই ওয়ারিশ যার	নঞ্ বহুব্রীহি সমাস	[কু. ০৯; য. ০৪, ১০; চ. ০০, ০৩; সি. ০৩, ০৫; রা. ০৮, ১৩; ঢা. ০৪, ০৮]
বেহায়া	নেই হায়া (লজ্জা) যার	নঞ্ বহুব্রীহি সমাস	[চ. ০৪, সি. ১২]

Teachingbd24.com

মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি সমাস :

ব্যাসবাক্যের পদ লোপ পেয়ে যে, বহুব্রীহি' হয় তাকে মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি সমাস বলে।

গায়ে-হলুদ	গায়ে হলুদ দেওয়া হয় যে অনুষ্ঠানে	মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি সমাস	[দি.১৫, সি. ০৫; রা. ০৮, ১০]
প্রিয়ংবদা	প্রিয় (প্রিয় বাক্য) বলে যে	মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি সমাস	[কু. ব. ০৬; ব. রা. ০৯; ঢা. ১০]

উপমাবাচক বহুব্রীহি সমাস :

তিমিরকুন্তলা	তিমিরের ন্যায় কুন্তল যার (স্ত্রী)	উপমাবাচক বহুব্রীহি সমাস	[চ. ০৩; সি. ০৫; য. ০৬]

সহার্থক বহুব্রীহি সমাস :

সহৃদয়	হৃদয়ের সঙ্গে বর্তমান	সহার্থক বহুব্রীহি সমাস	[কু. ১৫, ঢা. ১০; রা. ১১]
সদর্প	দর্পের সঙ্গে বর্তমান	সহার্থক বহুব্রীহি সমাস	[চ. ১০]
শ্বাস্পদ	শ্বা (কুকুর) এর পদের (পায়ের) ন্যায় দশা (পা) যার বহুব্রীহি		[য. ১৩]

কর্মধারয় সমাস :

যে সমাসে বিশেষণ বা বিশেষণ ভাবাপন্ন পদের সঙ্গে বিশেষ্য বা বিশেষণ ভাবাপন্ন পদের মিলন ঘটে ও পরপদের অর্থের প্রাধান্য থাকে, তাকে 'কর্মধারয় সমাস' বলে।

ক্রীতদাস	ক্রীত যে দাস	কর্মধারয় সমাস	[য. ০৯]
কদাকার	কু যে আকার	কর্মধারয় সমাস	[চ. ১০]
গণ্যমান্য	যিনি গণ্য তিনি মান্য	কর্মধারয় সমাস	[কু. ০৪]
ক্ষুধানল	ক্ষুধা রূপ অনল	কর্মধারয় সমাস	দি. ১৭]
গিন্নিমা	যিনি গিন্নি তিনি মা	কর্মধারয় সমাস	[ঢা. ০৭, ১২, কু. দি . ০৯]
নবপৃথিবী	নব যে পৃথিবী	কর্মধারয় সমাস	[য. ০৭, ১২, কু. দি. ১৬,১৫, ০৯; রা. ১৫, ১৪] [রা. ১৩'০২, ০৩, ১১; সি. ০৩, ০৫; ০৩; কু. ০৪; ঢা. ০১, ০৫; চ. ০৫, ০৬]
শ্বাপদ	শ্ব যে পদ	কর্মধারয় সমাস	[সি. ১৩]
মিঠেকড়া	যা মিঠা তা কড়া	কর্মধারয় সমাস	[ঢা. ১৩; চ. ১৪]
নবযৌবন	নব (নতুন) যে যৌবন	কর্মধারয় সমাস	[সি. ১৫, ১০]
নীলপদ্ম	নীল যে পদ্ম	কর্মধারয় সমাস	[য. ১৬, রা. ০৪]
প্রাণচঞ্চল	চঞ্চল যে প্রাণ	কর্মধারয় সমাস	[চ. ০৩]
পানাপুকুর	পানায় পূর্ণ পুকুর	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়	[চ. ১৩]
বেগুনভাজা	ভাজা যে বেগুন	কর্মধারয় সমাস	[রা. ০৩]
মহাজন	মহান যে জন	কর্মধারয় সমাস	[রা. ০৫]
মহাপৃথিবী	মহা যে পৃথিবী	কর্মধারয় সমাস	[কু. ০৪]
মিঠাকড়া/মিঠেকড়া	যা মিঠা তাই কড়া	কর্মধারয় সমাস	[সি. ০৪]
	মিঠা অথচ কড়া	কর্মধারয় সমাস	
মৃদুমন্দ	যা মৃদু তাই মন্দ	কর্মধারয় সমাস	[সি. ০৯]
লালফুল/লালগোলাপ	লাল যে ফুল	কর্মধারয় সমাস	[ঢা. ১৬, রা. ০৬]
সজ্জন	সৎ যে জন	কর্মধারয় সমাস	[রা. ০৯]

মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস :

যে কর্মধারয় সমাসে ব্যাসবাক্যের মধ্যপদ লোপ হয়, তাকে 'মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস' বলে।

আয়কর	আয়ের ওপর কর	মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস	[ব. ১৫, ঢা. ১৪; চ. ০৪; সি.১৬, ১১, ০৯, ০৬; রা. ০৭; য.০৯, ১১, ১৪; দি. ১৬, ১৫, ১৩]
শিক্ষামন্ত্রী	শিক্ষা বিষয়ক মন্ত্রী	মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস	[কু. ব. ১০, রা. ১২]

Teachingbd24.com

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম	
উর্ণাজাল	উর্ণা নির্মিত জাল	মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস	[চ. ০০]
হাঁটুজল	হাঁটু পরিমাণ জল	মধ্যপদলোপী	[ঢা. ১৩]
খেয়াঘাট	খেয়া পারের ঘাট	মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস	[য. ০৪]
গণতন্ত্র	গণ নিয়ন্ত্রিত তন্ত্র	মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস	[সি. ০৯]
জয়পতাকা	জয় সূচক পতাকা	মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস	[ব. ১০]
জয়মুকুট	জয় সূচক মুকুট	মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস	[রা. ০০; য. ০৭, ১২, চ. ১২, ১৪]
জীবনবীমা	জীবনহানির আশঙ্কায় যে বীমা	মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস	[সি. ০৬]
	জীবন-আশঙ্কায় বীমা	মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস	
জ্যোৎস্নারাত	জ্যোৎস্না বিধৌত রাত	মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস	
			[য. ০১, ১১; কু. ০৩; সি. কু. ০৫; চ. ০৬; ব. ০৭; ঢা. ০৯; দি. ১০]
ডাকবার্তা	ডাকের মাধ্যমে প্রেরিত বার্তা	মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস	[য. ০৯]
	ডাক প্রেরিত বার্তা	মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস	[কু. ১১]
দুধ-ভাত	দুধ মিশ্রিত ভাত	মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস	[য. ০৪]
ধর্মকর্ম	ধর্ম বিহিত কর্ম	মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস	[রা. য. ০৭]
ধর্মঘট	ধর্ম রক্ষার্থে (অন্যায় রোধে) ঘট	মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস	[চ. ১৭, সি. ০৫; কু. ০৭; ঢা. কু. ১০]
পলান্ন	পল (মাংস) মিশ্রিত অন্ন	মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস	[কু. ০৯; রা. ১১]
প্রাণভয়	প্রাণ হারানোর ভয়	মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস	[সি. ০৪, ১৪; ব. ০১, ০৬; রা. ০৪; চ. য. ০৭]
বরযাত্রী	বরানুগত যাত্রী	মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস	[রা. ০৮]
বিরানব্বই	বি (দ্বি) অধিক নব্বই	মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস	[চ. ১০, কু. ১২]
মমতারস	মমতা মাখানো রস	মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস	[রা. চ. ০৩, ০৫; ব. ১১]
মৌমাছি	মৌ (মধু) আশ্রিত মাছি	মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস	[চ. ০৮]
রক্তকমল	রক্ত বর্ণের কমল	মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস	[য. ০৬]
ষড়যন্ত্র	ষড় বিদ যন্ত্র	মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস	[য. ০৯, ১০]
সন্ধ্যাপ্রদীপ	সন্ধ্যাবেলায় জ্বালানো প্রদীপ	মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস	[কু. ০৪; চ. ০৭; য. ১০]
সিংহাসন	সিংহ চিহ্নিত আসন	মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস	[রা. ১৩, ০৪; চ. ০৭; সি. ০৮, ১২ য. ১০]

উপমান কর্মধারয় সমাস :

সাধারণ ধর্মবাচক পদের সঙ্গে উপমাবাচক পদের যে সমাস হয় তাকে 'উপমান কর্মধারয় সমাস' বলে।

কচুকাটা	কচু কাটার মতো কাটা	উপমান কর্মধারয় সমাস	[ঢা. ০৮; রা. ০০, ১১; কু. ০৬, ১৪; য. ০৭]
কাজলকালো	কাজলের ন্যায় কালো	উপমান কর্মধারয় সমাস	[ঢা. ০৯; রা. ০৫; সি. ০৭; কু. ১৭, ১৪]
কুসুমকোমল	কুসুমের ন্যায় কোমল	উপমান কর্মধারয় সমাস	[ঢা. ১৫, চ ১৩; কু. ১৩ব. ০৪; ০৯; রা. ১০]
তুষারশীতল	তুষারের ন্যায় শীতল	উপমান কর্মধারয় সমাস	[য. ০৫]
ভিখারিদশা	ভিখারির ন্যায় দশা	উপমান কর্মধারয় সমাস	[চ. ০০]
বজ্রকণ্ঠ	বজ্রের ন্যায় কণ্ঠ	উপমান কর্মধারয় সমাস	[য. ১৫, সি. ০৫; ১৩]
বজ্রকঠোর	বজ্রের ন্যায় কঠোর	উপমান কর্মধারয় সমাস	[চ. ১১]

উপমিত কর্মধারয় সমাস :

সাধারণ গুণের উল্লেখ না করে উপমেয় পদের সাথে উপমানের যে সমাস হয় তাকে 'উপমিত কর্মধারয় সমাস' বলে।

করপল্লব	কর পল্লবের ন্যায়	উপমিত কর্মধারয় সমাস	[সি. ০৬]
চাঁদমুখ	চাঁদের ন্যায় মুখ	উপমিত কর্মধারয় সমাস	[রা. ১৭, চ. ০৮]
বাহুলতা	বাহু লতার ন্যায়	উপমিত কর্মধারয় সমাস	[কু. ১১; ঢা. ১৪]
মুখচন্দ্র	মুখ চন্দ্রের ন্যায়	উপমিত কর্মধারয় সমাস	[কু. ১০; ব. ১১]
ফুলকুমারী	কুমারী ফুলের ন্যায়	উপমিত কর্মধারয় সমাস	[ঢা. ১০; চ. ১৬,১৩]
রক্তকমল	কমল রক্তের ন্যায়	উপমিত কর্মধারয় সমাস	[য. ০৬]

Teachingbd24.com

রূপক কর্মধারয় সমাস :

উপমান ও উপমেয়ের মধ্যে অভিন্নতা কল্পনা করা হলে তাকে 'রূপক কর্মধারয় সমাস' বলে।

কালসিন্ধু	কাল রূপ সিন্ধু	রূপক কর্মধারয় সমাস	[রা. ০৯]
জীবনবারি	জীবন রূপ বারি	রূপক কর্মধারয় সমাস	[চ. ০৮]
মনবিহঙ্গ	মন রূপ বিহঙ্গ	রূপক কর্মধারয় সমাস	[দি. ১২]
জীবননদী	জীবন রূপ নদী	রূপক কর্মধারয় সমাস	[সি. ১১, ১২]
দিলদরিয়া	দিল্ রূপ দরিয়া	রূপক কর্মধারয় সমাস	[রা. ০৭, ১১]
প্রদত্ত শব্দ	**ব্যাসবাক্য**	**সমাসের নাম**	
পরানপাখি	পরান রূপ পাখি	রূপক কর্মধারয় সমাস	[চ. ০৪; কু. ১৪]
প্রাণপ্রিয়	প্রাণ রূপ প্রিয়	রূপক কর্মধারয় সমাস	[রা. ১০]
বিষাদসিন্ধু	বিষাদ রূপ সিন্ধু	রূপক কর্মধারয় সমাস	[রা. ১৩, ০৪; সি. ০৯]
ভবনদী	ভব রূপ নদী	রূপক কর্মধারয় সমাস	[রা. ০৪; সি. ১৪]
মনমাঝি	মন রূপ মাঝি	রূপক কর্মধারয় সমাস	[ঢা. ০৭]
মোহনিদ্রা	মোহ রূপ নিদ্রা	রূপক কর্মধারয় সমাস	[সি. ১৫, র. ১৫, ঢা. ১৫, ০৭; কু. ১৩]
			[চ. ০৫, ১০; য. ০৫, ১১, ১২, রা. ০৬; সি. দি. ১০]
যৌবনসূর্য	যৌবন রূপ সূর্য	রূপক কর্মধারয় সমাস	
			[রা. ০০, ০৩; ক. ০৫, ০৭, ১২ সি. ০৭; ঢা. রা.১৫, চ. ০৯; ব. ১০; ঢা. ০, ১১; দি. ১১]

দ্বিগু সমাস :

সমাহার বা মিলন অর্থে সংখ্যাবাচক শব্দের সঙ্গে বিশেষ্য পদের যে সমাস হয়, তাকে 'দ্বিগু সমাস' বলে। ব্যাসবাক্যের শেষে সাধারণত সমাহার থাকে।

অহোরাত্র	অহন ও রাত্র	দ্বিগু সমাস	[সি. ১৭]
চতুর্দশপদী	চতুর্দশ পদের সমাহার	দ্বিগু সমাস	[রা. ১৭]
তেপান্তর	তে (তিন) প্রান্তরের সমাহার	দ্বিগু সমাস	[ঢা. ১৬, ০৭, ১১; রা. ১৩, ০৮, ১১; য. ০৪, ১১; দি. ১৪; সি. ১৪,ব.১৫]
তেপায়া	তে (তিন) পায়ের সমাহার	দ্বিগু সমাস	[ঢা. ০৬]
তেমাথা	তে (তিন) মাথার সমাহার	দ্বিগু সমাস	[সি. ০৮]
ত্রিফলা	ত্রি (তিন) ফলের সমাহার	দ্বিগু সমাস	[চ. ১৭, রা. ০৪; য. ০৭; কু. ১০; সি. ১৪]
ত্রিলোক	ত্রি (তিন) লোকের সমাহার	দ্বিগু সমাস	[চ. ০৪; য. ০৯; কু. ১১, সি. ১২]
শতাব্দী	শত অব্দের সমাহার	দ্বিগু সমাস	[রা. ১৩, ০৬; কু. ০৭; সি. ১১]
সপ্তাহ	সপ্ত অহের সমাহার	দ্বিগু সমাস	[সি. ০৭, দি. ১২]
সপ্তর্ষী	সপ্ত ঋষির সমাহার	দ্বিগু সমাস	[দি. ১৭, ১৬, সি.১৫,ব. ০৯; কু. ১৪; রা. ১৪]

নিত্য সমাস :

যে সমাসে সমস্যমান পদগুলো নিত্য সমাসবদ্ধ থাকে, ব্যাসবাক্যের দরকার হয় না, তাকে 'নিত্য সমাস' বলে।

কালান্তর	অন্য কাল	নিত্য সমাস	[চ. ০৮; দি. ১০, ১১]
গৃহান্তর	অন্য গৃহ	নিত্য সমাস	[সি. ১৩, ০৪, ১০; য. ০৬]
গ্রামান্তর	অন্য গ্রাম	নিত্য সমাস	[দি.১৫,সি. ০৮, ১১]
তন্মাত্র	কেবল তা	নিত্য সমাস	[ঢা. ০৪; য. ০৭; ব. ০৯]
দেশান্তর	অন্য দেশ	নিত্য সমাস	[রা. ১৫,০৬; কু. ০৮, ১০, ১৪; দি. ০৯; ঢা. ১৩, ১১; চ. ১১]
দ্বীপান্তর	অন্য দ্বীপ	নিত্য সমাস	[চ. ০৯]
বাক্যান্তর	অন্য বাক্য	নিত্য সমাস	[সি. ১৭, ঢা. ০৬, দি. ১২; কু. ১৩]

Teachingbd24.com

অব্যয়ীভাব সমাস :

পূর্বপদে অব্যয়যোগে নিষ্পন্ন সমাসে যদি অব্যয়েরই অর্থ থাকে, তবে তাকে 'অব্যয়ীভাব সমাস' বলে। সামীপ্য (উপ), বিপ্সা (অনু, প্রতি), অভাব (নিঃ=নির), পর্যন্ত (আ), সাদৃশ্য (উপ), অনতিক্রম্যতা (যথা), অতিক্রান্ত (উৎ), বিরোধ (প্রতি), পশ্চাৎ (অনু, ঈষৎ (আ), ক্ষুদ্র অর্থে (উপ, পূর্ণ বা সমগ্র অর্থে (পরি বা সম), দূরবর্তী অর্থে (প্র, পরা), প্রতিনিধি অর্থে (প্রতি), প্রতিদ্বন্দ্বী (প্রতি) প্রভৃতি অর্থে অব্যয়ীভাব সমাস হয়।

অতিমাত্র	মাত্রাকে অতিক্রান্ত	অব্যয়ীভাব সমাস	*[সি. ০৩; ব. ০৭; কু. ০৯]*
প্রদত্ত শব্দ	**ব্যাসবাক্য**	**সমাসের নাম**	
উদ্বেল	বেলাকে অতিক্রান্ত	অব্যয়ীভাব সমাস	*[সকল বো. ১৮]*
অনুগমন	পশ্চাৎ গমন	অব্যয়ীভাব সমাস	*[চ. ০৮]*
ঘোলাটে	ঈষৎ ঘোলা	অব্যয়ী ভাব সমাস	*[চ. ০৮; রা. ১১]*
অমিল	মিলের অভাব	অব্যয়ীভাব সমাস	*[য. ০৪]*
অনুরূপ	পশ্চাদ রূপ	অব্যয়ীভাব	*[ঢা. ১৩]*
আকর্ণ	কর্ণ পর্যন্ত	অব্যয়ীভাব সমাস	*[রা.০৮]*
আজীবন	জীবন পর্যন্ত	অব্যয়ীভাব সমাস	*[ব. ০৪]*
আমূল	মূল পর্যন্ত	অব্যয়ীভাব সমাস	*[সি.,১৫,ঢা. ১০]*
আপাদমস্তক	পা থেকে মাথা পর্যন্ত	অব্যয়ীভাব সমাস	*[ঢা. ১০]*
আলুনি	নুনের অভাব	অব্যয়ীভাব সমাস	*[দি, ১৬, ঢা. ১৪; ব. ১১; সি. ১১]*
উদ্বেল	বেলাকে অতিক্রান্ত	অব্যয়ীভাব সমাস	*[দি, ১৭, সি. ০৮; কু . ১০; চ. ১৫,১৪]*
উপকণ্ঠ	কণ্ঠের সমীপে	অব্যয়ীভাব সমাস	*[ব. ০৪; সি. ০৭]*
উপজেলা	জেলার সদৃশ	অব্যয়ীভাব সমাস	*[রা. ০৩, ১১; চ. ০৬, ১১; য. ০৭; কু. ১৫,১১, ১৪; সি. ১২]*
দুর্ভিক্ষ	ভিক্ষার অভাব	অব্যয়ীভাব সমাস	*[দি. ১০]*
নির্বিঘ্ন	বিঘ্নের অভাব	অব্যয়ীভাব সমাস	*[য. ০৯]*
প্রতিক্ষণ	ক্ষণে ক্ষণে	অব্যয়ীভাব সমাস	*[সি. ০৬, ০৮]*
প্রতিচ্ছবি	ছবির সদৃশ	অব্যয়ীভাব সমাস	*[চ. ০৪, য. ০৬]*
প্রতিদান	দানের বিপরীত	অব্যয়ীভাব সমাস	*[ঢা. ০৭]*
প্রপিতামহ	পিতামহের পূর্ববর্তী	অব্যয়ীভাব সমাস	*[ঢা. ০৭]*
বিশ্রী	শ্রীর অভাব	অব্যয়ীভাব সমাস	*[রা. ০৭; য. ১১]*
মাথাপিছু	প্রতি মাথা	অব্যয়ীভাব সমাস	*[রা. ০৬]*
যথারীতি	রীতিকে অতিক্রম না করে	অব্যয়ীভাব সমাস	*[রা. ০৫; সি. ১৩, ০৯, ১৪; দি. ১১, ১৩]*
যথাসাধ্য	সাধ্যকে অতিক্রম না করে	অব্যয়ীভাব সমাস	*[ঢা. ০৪. য. সি.১৫, ১০. কু. ১২]*
যথাবিধি	বিধিকে অতিক্রম না করে	অব্যয়ীভাব সমাস	*[ব. ০৩; য. ০৬]*
হরতাল	তালের অভাব	অব্যয়ীভাব সমাস	*[সি. ০৯]*
হররোজ	রোজ রোজ	অব্যয়ীভাব সমাস	*[কু. ০৭]*
হাভাত	ভাতের অভাব	অব্যয়ীভাব সমাস	*[ঢা. ১৩, কু. ০১]*
উপনদী	নদীর সদৃশ	অব্যয়ীভাব সমাস	*][সকল বো. ১৮]*

মোহনিদ্রা, সৈন্যসামন্ত, জবাকুসুমসঙ্কাশ, প্রাণচঞ্চল, মেঘলুপ্ত, মার্তণ্ডপ্রায়, সলিলসমাধি।

মোহনিদ্রা	= মোহ রূপ নিদ্রা	রূপক কর্মধারয়	*[কু. ০১, ০৪; রা. ০১; ঢা. ০২; চ ০৩ চ. য. ০৫; ঢা. কু. ০৮; ব. ০৯; সি. ১৩]*
সৈন্যসামন্ত	= সৈন্য ও সামন্ত	দ্বন্দ্ব	*[চ. ০৩, ০৫, ০৬; ব. ০৯; সি. ১০; দি. ১৩]*

Teachingbd24.com

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম	
জবাকুসুমসঙ্কাশ	= জবা কুসুমের সঙ্কাশ	ষষ্ঠী তৎপুরুষ	
প্রাণচঞ্চল	= চঞ্চল যে প্রাণ	কর্মধারয়	[ব. ০৯; সি. ১০]
মেঘলুপ্ত	= মেঘ দ্বারা লুপ্ত	৩য়া তৎপুরুষ	[কু. ০১; চ. ০৩, ০৫; ব. ০৯]
মার্তণ্ডপ্রায়	= মার্তণ্ডের প্রায়	ষষ্ঠী তৎপুরুষ	
সলিলসমাধি	= সলিলে সমাধি	৭মী তৎপুরুষ	[চ. ০৩, ০১৫; ঢা. ০৮; ব. য. ০৯]

পুষ্পসৌরভ, জ্যোৎস্নারাত, জনমানব, অনাশ্রিত, মন্দভাগ্য, জীবনসঞ্চার, রান্নাঘর, সন্ধ্যাপ্রদীপ, জীবনপ্রদীপ, গৃহকর্ত্রী, বাক্‌বিতণ্ডা, অবিশ্বাস, বেআইনি।

পুষ্পসৌরভ	= পুষ্পের সৌরভ	ষষ্ঠী তৎপুরুষ	[য. ০১; চ. ০২, ০৭; চ. রা. ব. ০৩; কু. সি. ০৩; ০৪; ঢা. ০৫; ব. ০৭]
জ্যোৎস্নারাত	= জ্যোৎস্না শোভিত রাত	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়	[দি,১৫,কু. ব. ০৩. সি. ১৩, ০৫; ব. ০৭; চ. ০২, ০৯]
জনমানব	= জন ও মানব	দ্বন্দ্ব	[কু. ০৯; রা. ০১; চ. ০০, ০২, ০৬;; ব. সি. রা. ঢা. চ. ০৩; কু. সি. ঢা. ০৪; কু. ০৫, ০৭; ঢা. ০৬; ব. ০৭; সি.০৫, ০৭, ০৮]
অনাশ্রিত	= নেই আশ্রয় যার	নঞ্ বহুব্রীহি	[চ. কু. ১৭, ০৩; সি. ১৩, ০৪, ০৫, য. ০৭; রা. ০৮]
মন্দভাগ্য	= মন্দ ভাগ্য যার	বহুব্রীহি	[য. ০১, ০৭; কু. ০৩; সি. ০৪, ০৫; রা. ০৮]
জীবনসঞ্চার	= জীবনের সঞ্চার	ষষ্ঠী তৎপুরুষ	[কু. ০৪]
রান্নাঘর	= রান্নার ঘর	ষষ্ঠী তৎপুরুষ	[চ. ০২; রা. ০০, ০৮; সি. ১০]
সন্ধ্যাপ্রদীপ	= সন্ধ্যাবেলায় জ্বালানো প্রদীপ	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়	[কু. ০৪; সি. ১০]
	= সন্ধ্যার প্রদীপ	ষষ্ঠী তৎপুরুষ	[ঢা. ০৮]
	= সন্ধ্যার নিমিত্ত প্রদীপ	৪র্থী তৎপুরুষ	
জীবনপ্রদীপ	= জীবন রূপ প্রদীপ	রূপক কর্মধারয়	[দি.১৫,চ.০০, ০৩, ০৬; ঢা. ০১, য. ০১, ০৪, ০৭; রা. ০২; ব. ০৩; সি. ০৪]
গৃহকর্ত্রী	= গৃহের কর্ত্রী	ষষ্ঠী তৎপুরুষ	[চ. ০২; কু. ০৬]
বাক্‌বিতণ্ডা	= বাক্ দ্বারা বিতণ্ডা	তৃতীয়া তৎপুরুষ	[রা. ০০, য. ০১; ব. ০৮; ঢা. চ. ০৯]
অবিশ্বাস্য	= নয় বিশ্বাস্য	নঞ্ তৎপুরুষ	[চ. ০২; কু. ০৪]
বেআইনি	= নয় আইনি	নঞ্ তৎপুরুষ	[ঢা. ০১; দ চ. রা. ০২; ব. ০৩; কু. ০৪; সি. ১০]

শ্রম-কিণাঙ্ক কঠিন, বন্য-শ্বাপদ-সঙ্কুল, জরা-মৃত্যু ভীষণা, ধরণী-মেরী, খেয়াল-খুশি, জীবন-আবেগ, উদ্ধত-শির, সিন্ধু-নীর, যৌবন-বেগ, মরু কবি, বিপ্লব-অভিযান, গরল-পিয়ালা।

শ্রম-কিণাঙ্ক কঠিন	শ্রম দ্বারা কিণাঙ্ক কঠিন	তৃতীয়া তৎপুরুষ	[রা. ০৪]
	শ্রমে কিনাঙ্ক কঠিন	৭মী তৎপুরুষ	
বন্য-শ্বাপদ-সঙ্কুল	বন্য শ্বাপদে সঙ্কুল	সপ্তমী তৎপুরুষ	
	বন্য শ্বাপদ দ্বার সংকুল	৩য়া তৎপুরুষ	
জরা-মৃত্যু ভীষণা	জরা মৃত্যুতে ভীষণা	উপমান কর্মধারয়	[চ.০০]
ধরণী-মেরী	ধরণী রূপ মেরী	রূপক কর্মধারয়	[রা. ০৪]
খেয়াল-খুশি	খেয়াল ও খুশি	দ্বন্দ্ব	[চ. ০০; রা. ০৪]
জীবন-আবেগ	জীবনের আবেগ	ষষ্ঠী তৎপুরুষ	[চ.০০]
উদ্ধত-শির	উদ্ধত যে শির	কর্মধারয়	
সিন্ধু-নীর	সিন্ধুর নীর	ষষ্ঠী তৎপুরুষ	ঢা. রা. ০৪]
যৌবন-বেগ	যৌবনের বেগ	ষষ্ঠী তৎপুরুষ	[ঢা. রা. ০৪]

Teachingbd24.com

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম	
মরুকবি	মরু রূপ কবি	রূপক কর্মধারয়	
বিপ্লব-অভিযান	বিপ্লবের নিমিত্তে অভিযান	চতুর্থী তৎপুরুষ	*[য. ০৬]*
গরল-পিয়ালা	গরলের পিয়ালা	ষষ্ঠী তৎপুরুষ	*[রা. ০৪]*
গিরি-নিঃস্রাব	গিরি থেকে নিঃস্রাব	পঞ্চমী তৎপুরুষ	
কূপমণ্ডুক	কূপের মণ্ডূক (ব্যাঙ)	ষষ্ঠী তৎপুরুষ	
দোয়াত-কলম	দেয়াত ও কলম	দ্বন্দ্ব সমাজ	[য. '১৬]
সত্যাসত্য	সত্য ও অসত্য	দ্বন্দ্ব সমাজ	[ঢা. '১৬]
চিরস্থায়ী	চিরকাল ব্যাপী স্থায়ী	দ্বিতীয়া তৎপুরুষ	[রা. '১৬]
বিলাত-ফেরত	বিলাত থেকে ফেরত	৫মী তৎপুরুষ	[দি. '১৭,'১৬]
রাজপুত্র	রাজার পুত্র	৬ষ্ঠী তৎপুরুষ	[রা. ১৭, য. '১৬]
স্বাক্ষর	স্ব (নিজ) এর অক্ষর	অক্ষর সহ বর্তমান/৬ষ্ঠী তৎপুরুষ/বহুব্রীহি	[চ. '১৬]
গুণমুগ্ধ	গুণে মুগ্ধ	৭মী তৎপুরুষ	[সি. '১৬]
কুম্ভকার	কুম্ভ করে যে	উপপদ তৎপুরুষ	[সি. '১৬]
পঙ্কজ	পঙ্কে জন্মে যা	উপপদ তৎপুরুষ	[রা. '১৬]
অমানুষ	ন মানুষ	ন-ঞ তৎপুরুষ	[ব '১৬]
চোখাচোখি	চোখে চোখে যে কথা	ব্যতিহার বহুব্রীহি সমাস	[ব. '১৬]
দ্বীপ	দু দিকে অপ যার	নিপাতনে সিদ্ধ বহুব্রীহি	[রা. '১৬]
লালগোলাপ	লাল যে গোলাপ	কর্মধারয়	[ঢা. '১৬]
ফৌজদারী আদালত	ফৌজদারী বিষয়ের যে আদালত	মধ্যপদলোপী কর্মধারায়	[চ. '১৬]
তুষার ধবল	তুষারের ন্যায় ধবল	উপমান কর্মধারায়	[ব. '১৬]
বজ্রকঠোর	বজ্রের ন্যায় কঠোর	উপমান কর্মধারায়	[কু. '১৭, রা. '১৬]
মিশকালো	মিশির মতো কালো	উপমান কর্মধারায়	[রা. '১৬]
বাহুলতা	বাহুলতার ন্যায়	উপমিত কর্মধারয়	[ব. '১৬]
ব-দ্বীপ	ব-এর মতো যে দ্বীপ	উপমিত কর্মধারয়	[রা. '১৬]
প্রাণভোমরা	প্রাণ রূপ ভোমরা	রূপক কর্মধারায়	[ঢা. '১৬]
ভবনদী	ভব রূপ নদী	রূপক কর্মধারায়	[রা. '১৬]
পসুরি	পাঁচ সেরের সমাহার	দ্বিগু সমাস	[চ. '১৬]
আদিগন্ত	দিগন্ত পর্যন্ত	অব্যয়ীভাব সমাস	[ঢা. '১৬]
যথেষ্ট	ইস্টকে ব্যক্তিত অতিক্রম না করে	যথা যে ইস্ট / অব্যয়ীভাব সমাস	[চ. '১৭, সি. '১৬]
কালান্তর	অন্য কাল	নিত্য সমাস	[চ. '১৭, রা. '১৬]
মতান্তর	অন্য মত	নিত্য সমাস	[ঢা. '১৬]
যুগান্তর	অন্য যুগ	নিত্য সমাস	[য. '১৬]

Teachingbd24.com

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

পাঠ্যপুস্তক ভবন
৬৯-৭০ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২ অনুযায়ী একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির বাংলা ২য় পত্রের প্রশ্নপত্র প্রণয়নের জন্য নির্দেশনা (উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা ২০১৬ থেকে প্রযোজ্য)।

ব্যাকরণ : ৩০ নম্বর	নম্বর বিভাজন
১। উচ্চারণের যে কোনো ৫টি নিয়ম লিখতে হবে। এর বিকল্পে ৮টি শব্দের মধ্যে ৫টি শব্দের উচ্চারণ লিখতে হবে।	৫ নম্বর
২। বাংলা একাডেমি প্রণীত প্রমিত বাংলা বানানরীতির যে কোনো ৫টি নিয়ম লিখতে হবে। এর বিকল্পে ৮টি ভুল বানানের শব্দকে শুদ্ধ বানানে লিখতে হবে।	৫ নম্বর
৩। বিভিন্ন শব্দশ্রেণি (বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, ক্রিয়া, ক্রিয়া বিশেষণ, আবেগ শব্দ, যোজক, অনুসর্গ) থেকে একটি বর্ণনামূলক প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। বিকল্পে প্রদত্ত অনুচ্ছেদ থেকে একটি নির্দিষ্ট শব্দশ্রেণি চিহ্নিত করতে হবে।	৫ নম্বর
৪। উপসর্গ, প্রত্যয় ও সমাসের মধ্যে যে কোনো ২টি পাঠ হতে প্রশ্ন থাকবে এবং ১টির উত্তর দিতে হবে। প্রতিটি প্রশ্নেই ৮টির মধ্যে ৫টির উত্তর দিতে হবে।	৫ নম্বর
৫। বাক্যতত্ত্ব অংশ থেকে একটি বর্ণনামূলক প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। এর বিকল্পে ৮টি বাক্যের মধ্যে ৫টির বাক্যান্তর করতে হবে।	৫ নম্বর
৬। ৮টি অশুদ্ধ বাক্যের মধ্যে ৫টিকে শুদ্ধ করতে হবে। এর বিকল্পে একটি অনুচ্ছেদে বিদ্যমান অপপ্রয়োগসমূহ শুদ্ধ করতে হবে।	৫ নম্বর
নির্মিতি : ৭০ নম্বর	
১। ১৫টি বিদেশি শব্দের মধ্যে ১০টির বাংলা পারিভাষিক রূপ লিখতে হবে। এর বিকল্পে ১টি ইংরেজি ভাষার অনুচ্ছেদকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করতে হবে।	১০ নম্বর
২। ঘটনাসমৃদ্ধ পুরো ১টি দিনকে অবলম্বন করে ১টি দিনলিপি রচনা করতে হবে অথবা কোনো ১টি সুনির্দিষ্ট বিষয়ে (দিবস উদযাপন, ঐতিহাসিক স্থান পরিদর্শক ইত্যাদি) অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে হবে। এর বিকল্পে ১টি ভাষণ বা প্রতিবেদন লিখতে হবে।	১০ নম্বর
৩। একটি বিশেষ উৎসব বা উপলক্ষ (ঈদ, নববর্ষ ইত্যাদি) অবলম্বন করে ৫টি ক্ষুদে আকারের বাংলা বাক্যে একটি ক্ষুদে বার্তা বা ই-মেইল/এস এম এস রচনা করতে হবে। এর বিকল্পে যে কোনো এক প্রকার পত্র লিখতে হবে।	১০ নম্বর
৪। সারাংশ বা সারমর্ম থেকে ১টি প্রশ্ন থাকবে। এর বিকল্পে ভাবসম্প্রসারণ থেকে ১টি প্রশ্ন থাকবে। যে কোনো ১টির উত্তর দিতে হবে।	১০ নম্বর
৫। কোনো একটি বিশেষ ঘটনা বা পরিস্থিতির আলোকে নাটকের সংলাপের আকারে সংলাপ বা কথোপকথন রচনা করতে হবে। এর বিকল্পে প্রশ্নে প্রদত্ত একটি গল্পের শিরোনাম বা দৃশ্যপট অবলম্বনে একটি ক্ষুদ্রে গল্প রচনা করতে হবে।	১০ নম্বর
৬। যে কোনো ৫টি বিষয়ের ১টি অবলম্বনে একটি প্রবন্ধ লিখতে হবে। (গতানুগতিক মুখস্থনির্ভর এবং তথ্য ভারাক্রান্ত প্রবন্ধের পরিবর্তে শিক্ষার্থীর সৃজনশীলতার প্রতিফলন ঘটবে এমন ধরনের প্রবন্ধ লিখতে হবে।	২০ নম্বর

Teachingbd24.com